মঞ্চে যখন বসন্ত বিলাপ

সঙ্ঘমিত্রা মুখোপাধ্যায়

বসন্ত বিলাপ। '৭০-এর দশকে বাঙালির হৃদয়ে সাড়া জাগানো ছবি। বিমল করের লেখা, দীনেন গুপ্তের এই ছায়াছবি বাঙালির হৃদয়ে আজও অমলিন। হাস্যরসে পরিপূর্ণ এই ছায়াছবির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'সন্দর্ভ' নাট্যগোষ্ঠীর নতুন প্রযোজনা বসন্ত বিলাপ নাটক। বিমল করের গল্প থেকে নাট্য-রূপান্তর করেছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশনায় সৌম্য মজুমদার।

এক মফস্‌সল শহরের প্রেমের গল্প। ব্রহ্মচারী ক্লাবের চার যুবকের সঙ্গে এক মেয়ে হস্টেলের চার যুবতীর ঝগড়া- শেষে কীভাবে এদের মিলন হল, বিলাপ পরিণত হল বসন্তদিনের মিলন-উৎসবে- এটাই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকের প্রয়োজনে গল্পের খুঁটিনাটি ঘটনার সামান্য বদল এনেছেন নির্দেশক। সাহিত্য ও সিনেমার সংযোগস্থিত এই নাটক।
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অনুপকুমার, সুমিত্রা মুখার্জি, চিন্ময় রায়, রবি ঘোষ প্রমুখের দাপুটে অভিনয়ের পুনর্নির্মাণ সহজ কথা নয়। তবে মেয়ে হস্টেলের দাপুটে মেয়ে অনুরাধার চরিত্রে মঞ্জিমার অভিনয় (সিনেমায় অপর্ণা সেন অভিনীত) সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। চলাফেরা, মুখভঙ্গি, অভিব্যক্তি বেশ সাবলীল, চরিত্রের সঙ্গে মানানসই। নবনীতা নামে মেয়েটির চরিত্রে অভিনন্দনার অভিনয়ও সুমিত্রা মুখার্জির অভিনয়কে মনে করায়। দত্ত গুপ্ত চরিত্রে ঋত্বিকও উতরে গেছেন। রবি ঘোষের দুর্ধর্ষ অভিনয়ের সমতুল্য তো কখনওই হতে পারে না তরুণ ওই অভিনেতার অভিনয়। শ্যামের (সিনেমায় সৌমিত্র অভিনীত) চরিত্রে অভিরূপের চেহারা যথাযথ, তবে শারীরিক অভিব্যক্তি ও ভাবের অভাব রয়েছে খানিকটা। এদিন ছিল তৃতীয় শো, আশাকরি আগামী শোগুলোতে তিনি নিজেকে আরও উন্নত করবেন। টিটির চরিত্রে কুণাল দে-র অভিনয় খুবই বলিষ্ঠ। অজয়ের চরিত্রে সুবীর ভট্টাচার্য, মণিমালা বউদির চরিত্রে সুদীপ্তা মৈত্র সাবলীল। 'এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায়' (গীতা দত্ত), 'প্রেম বড় মধুর' (কিশোরকুমার), 'লেগেছে লেগেছে আগুন' (মান্না দে)- এই গানগুলোর যথাযথ প্রয়োগ সত্যিই অতুলনীয়। মঞ্চ-নির্মাণ ও আলোর ব্যবহার মুনশিয়ানার দাবি রাখে। মঞ্চে পর্দা কেটে মেসবাড়ি ও ব্রহ্মচারী ক্লাবের প্রেক্ষাপট তৈরি, টেবিল-চেয়ার দিয়ে রিকশার পরিকল্পনা সত্যিই অভিনব। মঞ্চ ও আলোর নির্দেশনায় ছিলেন দেবাশিস। নাট্যনির্দেশক সৌম্য মজুমদারের কথায়, 'কাহিনি ও ছবি দুইকে মিলিয়ে নতুন গঠনে, রঙে, চরিত্রায়ণে তৈরি হয়েছে এই নাটক। কমেডি নাটকের চলনে এই নাটক তারুণ্যের কথা বলে, বলে মুক্তির কথা। বাঙালি জীবনের পুরনো নস্টালজিয়ার কথা বলে। নাটক শেষে একরাশ ভাললাগা, আনন্দ-হাসি যদি জীবনের দুঃখ- যন্ত্রণা খানিক ভুলিয়ে দিতে পারে, তবেই এই নাটকের সার্থকতা।'

ইঁদুর দৌড়ের বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদী নাটক

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: মা, বাবার ইঁদুর দৌড়ে ছোটদের জীবন হাঁসফাঁস করে ওঠে। তারই প্রতিবাদে নারীরাই মঞ্চে এলেন যে নাটক নিয়ে, তার নাম 'ইঁদুর দৌড়'। অভিনয়ে ৯ নারী। দলের নাম 'সারস্বত সংস্কৃতি শিল্পীচক্র'।
স্কুলে ঢোকার দরজা। আর অপেক্ষারত মায়েরা। বিভিন্ন স্বভাবের। তাঁদের কথাবার্তায় প্রকাশ পাচ্ছে, অস্থিরতা, চঞ্চলতা, আর পরশ্রীকাতরতা। কাদের নিয়ে? উত্তর হল, তাঁদের সন্তানদের নিয়ে। সবাই চাইছে সবার সন্তান সর্বশ্রেষ্ঠ হোক। তাদের বাইরের পারদর্শিতাই যেন মায়েদের একমাত্র কাম্য। তাদের মন বোঝা নয়। তাদের ইচ্ছে, বাচ্চা ফার্স্ট হবে। সে সবেতে সবাইকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাবে।
নাটকে দেখানো হয়েছে, মা-বাবার এই ইঁদুর দৌড় বাচ্চাদের জীবনে অনেক সময় দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। শুধুই ট্র্যাজেডি নয়, শুধুই গুরুগম্ভীর কথা নয়, হাস্যরসের উপকরণও রয়েছে নাটকে।
নাটকের বিষয়ভাবনা, মঞ্চসজ্জা, মৃদু আবহসঙ্গীত এবং সবার অভিনয় মন ছুঁয়ে যায়। নাটকটি অভিনীত হল 'যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমি'তে। নাটকের ভাবনা ও পরিকল্পনায় জ্যোতির্ময় পণ্ডিত। অভিনয়ে জয়তী গুহ, দেবযানী চ্যাটার্জি, উপলা চ্যাটার্জি, শিল্পী পণ্ডিত, সীমা ব্যানার্জি, সুদীপ্তা মুখার্জি, সোমালি কর, নন্দিতা সিন্‌হা ও অলিভিয়া মুখার্জি।

আত্মকথায় যে কথা বলে যাননি সুচিত্রা মিত্র

রামকিঙ্করের তৈরি তাঁর মূর্তি নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছিলেন

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

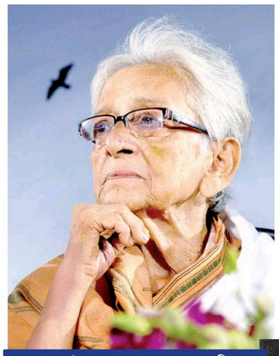

জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ ● প্রয়াণ ৩ জানুয়ারি ২০১১

আত্মকথায় তো সব কথা বলা যায় না। তবে চলার পথে আরও অনেক মানুষকে পাশে পেয়েছি, অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত করেছেন, আলো দেখিয়েছেন, তাঁদের কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সময় বড় কম। যদি সুযোগ হয়, বলে যাব।
বলেছিলেন সুচিত্রা মিত্র, তাঁর আত্মকথা 'মনে রেখো' প্রকাশের বেশ কিছুদিন পরে। আজকাল শারদ সংখ্যায় ১৯৯৪ সালে তাঁর আত্মকথার অনুলিখনের দায়িত্ব এই প্রতিবেদককে দিয়েছিলেন আজকাল-সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত। পরের বছর বইমেলায় বই হিসেবে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মকথা 'মনে রেখো'। প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল সেই আত্মকথা। বেশ কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয় তাঁর বই। এবং এটিই তাঁর অনুমোদিত আত্মকথা, যার ভূমিকাও তিনিই লিখেছিলেন।
তিনি তো যৌবন থেকেই আইপিটিএ-র সঙ্গে যুক্ত। গান গেয়েছেন পথে-ঘাটে। ১৯৫০ সালে সলিল চৌধুরির কথায়, সুরে 'সেই মেয়ে' গানটি রেকর্ড করেন তিনি। এই গান যেন রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলির সমকালীন নির্মাণ। অসাধারণ গেয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্র। কিন্তু ১৯৯৫ সালে, সেই গানের ৫৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে তিনি বলেছিলেন, 'এখন গাইলে এই গানটা অনেক ভাল গাইতে পারতাম। তখন তো ছোট ছিলাম। উপলব্ধির গভীরতা তেমন ছিল না। আজ যদি আর একবার রেকর্ড করতে পারতাম!'
এমন কথা সুচিত্রা মিত্রকেই মানায়। যেমন তিনি বলতেন, রবীন্দ্রনাথের গানের অর্থ তো বিভিন্ন বয়সে পাল্টাতে পাল্টাতে যায়।
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' তিনি একক কণ্ঠে গাইতে শুরু করেন। বেশ কিছু অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেছেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা'। যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন, এ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।
'মনে রেখো' লেখার সময়ে একটা কথা তিনি বলেছিলেন। সেই কথাটি ভয়ঙ্কর। রামকিঙ্কর বেইজ তাঁর মুখের একটা মূর্তি তৈরি করেছিলেন। সেই মূর্তির ফটোগ্রাফ তাঁর কাছে ছিল। কিন্তু মূর্তিটি কই? জিজ্ঞেস করতে সুচিত্রা মিত্র জানিয়েছিলেন, তাঁর স্বামী ধ্রুব মিত্রের সঙ্গে একবার ঝগড়া হয় তাঁর। রাগের বশে তিনি নিজে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলেছিলেন সেই মূর্তি। এই ঘটনার কথা মনে করে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো শুধু আমার মূর্তি ভাঙিনি, কিঙ্করদার একটা অসাধারণ শিল্পকে নষ্ট করে ফেলেছি। এই অপরাধের কোনও সীমা নেই।'
না, তাঁর আত্মকথায় নেই এই কষ্টের স্মৃতি। তখন তিনি চাননি এই কথা আত্মকথায় বলতে। কিন্তু এই ঘটনা তাঁকে যে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে, অপরাধী করে তুলেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সেই মূর্তিটা নেই। কিন্তু সুচিত্রা মিত্রের যে মূর্তি তাঁর অনুগামীদের মনে আছে, তা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাঁর শতবর্ষে। গানের সুরের যে আসন তিনি পেতে গেছেন, তা অক্ষয় থাকবে বহুদিন, বহু বছর।

রামকিঙ্করের তৈরি সেই মূর্তির আলোকচিত্র।

'শ্রুতিবৃত্ত'র নানা রঙে রবীন্দ্রনাথ

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তম মঞ্চে 'শ্রুতিবৃত্ত'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল 'নানা রঙে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক গান ও কবিতার মনোজ্ঞ সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের শুরু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী উৎসব দাসের রবীন্দ্রগানে। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' দিয়ে শুরু করে শোনালেন বেশ কিছু রবীন্দ্রগান। উল্লেখযোগ্য নিবেদন 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'। প্রতিটি গানই শিল্পীর পরিবেশন-গুণে অন্য মাত্রা পায়। শ্রুতিবৃত্ত-র কর্ণধার শুভদীপ চক্রবর্তীর দীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি উপস্থিত শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারত তীর্থ', 'অসম্ভব', 'আগমন', 'ঝুলন' ছাড়াও তাঁর নিবেদনে ছিল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'বাইশে শ্রাবণ' এবং স্বপ্নময় চক্রবর্তীর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা 'পারিবারিক চালচিত্র'। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'বাইশে শ্রাবণ' কবিতাটির মধ্যে দিয়ে কবির চলে যাওয়ার দিনটি যেন ছবির মতো ফুটিয়ে তুললেন শুভদীপ তাঁর বাচিক নিবেদনে। এখানেই একজন বাচিক শিল্পীর সার্থকতা। পরের শিল্পী বাংলাদেশের তানজিনা তমা শোনালেন রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ বিভিন্ন পর্যায়ের গান। শুরুতেই 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' কণ্ঠলাবণ্যে অন্য মাত্রা পায়। রাজা রানী নাটকের 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি'র সঙ্গে 'আজি ঝড়ের রাতে', 'কে বলেছে তোমায় বঁধূ', 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান', 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়' প্রতিটি গানই শিল্পীর উপস্থাপনায় শ্রুতিসুখকর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন প্রবুদ্ধ রাহা। শোনালেন 'যেতে যেতে একলা পথে', 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি', 'তিমির অবগুণ্ঠনে', 'এমন দিনে তারে বলা যায়'। সবশেষে দর্শকের অনুরোধে শোনালেন 'বিপুল তরঙ্গ রে'। শিল্পীর মর্মস্পর্শী নিবেদনে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান। তবলায় পার্থ মুখোপাধ্যায়, কিবোর্ডে সুরজিৎ দাস এবং বেহালায় দেবাশিস হালদারের যন্ত্রানুষঙ্গ গানকে করে তুলেছে আরও সুরময়। সুসংযোজনায় দীপক বসু ও মিতা বিশ্বাস।

রবীন্দ্রগানে প্রবুদ্ধ রাহা, তানজিনা তমা, উৎসব দাস ও আবৃত্তিতে শুভদীপ চক্রবর্তী। সঞ্চালনায় দীপক বসু ও মিতা বিশ্বাস।

সৃজনছন্দ

দীপঙ্কর আচার্য ও শ্রাবণী সেন।

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ঠাকুরপুকুর 'সৃজনছন্দ'র আয়োজনে সম্প্রতি শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল 'রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণসন্ধ্যা'। বিশিষ্ট শিল্পীদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন সংস্থার সদস্য-সদস্যারা। বিশিষ্ট তবলাশিল্পী দীপঙ্কর আচার্য দীর্ঘদিনের সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতায় গড়ে তুলেছেন 'ঠাকুরপুকুর সৃজনছন্দ'। প্রধান অতিথি বিধায়ক তথা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার সংস্থার কাজের প্রশংসার পাশাপাশি রবীন্দ্র কবিতা শুনিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সঙ্গীতপর্বের সূচনা সংস্থার শিল্পীদের সমবেত গানে। অতিথি শিল্পীদের আন্তরিক নিবেদন অনুষ্ঠানের মাধুর্য বাড়ায়। মনোময় ভট্টাচার্য, শ্রাবণী সেন, সুদেষ্ণা গাঙ্গুলি, সুস্মিতা গোস্বামী, স্নিগ্ধদেব সেনগুপ্তর গান সার্থক উপস্থাপনা। শেষ অতিথি শিল্পী অলক রায়চৌধুরির কণ্ঠে 'জীবনে আমার যত আনন্দ' এবং 'গাঙে জোয়ার এল ফিরে' অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনার পাশাপাশি আবৃত্তিতেও মুগ্ধ করলেন দুই সঞ্চালক দেবাশিস বসু এবং বিশাখা মুখোপাধ্যায়। শিল্পীদের গানের সঙ্গে বজ্রমানিক দাস, সোমনাথ চক্রবর্তী, নয়ন চ্যাটার্জি, অনুপম প্রামাণিক, শ্রীকান্ত পাল ও শুভঙ্কর আচার্যর যন্ত্রানুষঙ্গ গানকে করেছে আরও সুরময়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি অতিথি শিল্পীদের গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গতে মুগ্ধ করলেন সংস্থার প্রাণপুরুষ দীপঙ্কর আচার্য।

শচীন দেববর্মণের জন্মদিন উপলক্ষে

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: প্রবাদপ্রতিম সুরকার শচীন দেববর্মণের আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষে, স্তুতি আর্ট অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্টের পক্ষ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, সন্ধে ৬টায়, জ্ঞান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।
মূলত বাংলা এবং হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে তাঁর সুরারোপিত গানের কিছু সঙ্কলন নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওঁর সুরে সমকালীন গানের ওপর ত্রিপুরার লোকসঙ্গীতের প্রভাব, চলচ্চিত্র সঙ্গীতে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আধুনিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে ওঁর বিভিন্ন পরীক্ষামূলক দিকগুলো এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।
'স্তুতি আর্ট অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট'-এর কর্ণধার মিলি ভৌমিকের পরিচালনায় প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে তিন-মাস ধরে প্রস্তুতি নেওয়ার পর এই অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হল; যেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে চার থেকে চল্লিশ সব বয়সের এক সুন্দর মিশেল উল্লেখ্য।
তাই সেদিনের সন্ধেটিকে অলংকৃত করতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন তারকা, যার মধ্যে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় (চন্দ্রবিন্দু) এবং চন্দন সেন (অভিনেতা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে ছাত্র -ছাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। শচীন দেববর্মণের রঙ্গিলা, রঙ্গিলা, রঙ্গিলা রে গানে গলা মেলান অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

যূকো বৈঁক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)
রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস: শিলিগুড়ি, হিল কার্ট রোডের রজনী বাগান, শিলিগুড়ি, (পঃবঃ)-৭৩৪০০১
ই-মেল: zo.suri@ucobank.co.in/ব্রাঞ্চ: পুরন্দরপুর

যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) এর ১৩(২) ধারা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৌশিক মণ্ডল এবং এম এম এন্টারপ্রাইসেস (স্বত্বাধিকারী কৌশিক মণ্ডল),** পিতা তপন মণ্ডল, গ্রাম ছোটদিবুর, পোঃ সাতপলসা, থানা ময়ূরেশ্বর, জেলা বীরভূম, পঃবঃ, পিন-৭৩১২৩৪-এর প্রতি দাবি ১৪.০৩.২০২৩ তারিখ সম্বলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ₹১৭,২১,০৯৬.০০ (সতেরো লক্ষ একুশ হাজার ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র, ৩১.১০.২০২২ পর্যন্ত সুদ সহ) অ্যাকাউন্ট নম্বর ০৬৭৩০৬১০০১৭৬২৩-তে এবং তার উপর সুদ এবং চার্জসমূহ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৪ সেপ্টেম্বর,** ২০২৩ তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **₹১৭,২১,০৯৬.০০** (সতেরো লক্ষ একুশ হাজার ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র, ৩১.১০.২০২২ পর্যন্ত সুদ সহ) অ্যাকাউন্ট নম্বর ০৬৭৩০৬১০০১৭৬২৩-তে এবং তার উপর সুদ এবং চার্জসমূহ সমেত ইউকো ব্যাঙ্কের দায় সাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১. স্বত্বাধিকারী কৌশিক মণ্ডলের নামে জমি এবং বাড়ির ইএমটিডি, এরিয়া-৭ শতক, দলিল নং ২৪৫৩/২০১৮, তারিখ ২৭.০৪.২০১৮, প্লট/দাগ নং ১৮৬, খাতা নং ১৫৬, ১৭৫, এল আর খাতা নং ৩৭১, মৌজা-উছপুর, জে এল নং ১১৬, থানা ময়ূরেশ্বর, জেলা বীরভূম, এসআরও-মল্লারপুর, চৌহদ্দি: উত্তরে: প্লট নং ১৮৫, দক্ষিণে: রামনগর রোড, পূর্বে: প্লট নং ১৮৬ এর অংশ, পশ্চিমে: প্লট নং ১৮৩।

তারিখ: ১৪.০৯.২০২৩, স্থান: পুরন্দরপুর — অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক

কেনরা বৈঁক Canara Bank সিন্ডিকেট Syndicate
আর অ্যান্ড এল সেকশন, সার্কল অফিস
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০০১৬

বিক্রয় প্রত্যাহার
এই সংবাদপত্রে ২৫.০৮.২০২৩ প্রকাশিত ও ২৫.০৯.২০২৩ আয়োজিত হতে চলা সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে **শরৎ বোস রোড ব্রাঞ্চ**-এর **মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি (ক্রম নং ৩৪)**-এর সম্পত্তিটি পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হল।
তারিখ:২০.০৯.২০২৩ স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত আধিকারিক কানাড়া ব্যাঙ্ক

Kolkata Pay & Accounts Employees Cooperative Credit Society Ltd.
81/2/2, Phaers Lane, Kolkata-12
REGD. No.: 26/CAL OF 1982 dated 07.09.1982

NOTICE

All the members of Kolkata Pay & Accounts ECCS Ltd. are hereby informed that the schedule of election of the Board of Directors of the society will be published on 20.09.2023 at 12 pm. on the notice board of the society at its registered address. A special general meeting will be held to conduct the election of the Board of Directors of the society at 11.30 am. on 10.11.2023, Friday at the registered address of the society.

Sd/- (Santanu Bhattacharya) Sd/- (Anupama Chatterjee)
A.R.O.

ফরম নং এনসিএলটি ৩এ
পিটিশন বিশদ বিজ্ঞাপন
[রুল ৩৫ দেখুন]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি পিটিশন (সিএএ) নং: ১৪৩/কেবি/২০২৩
যার সঙ্গে সম্পর্কিত
কোম্পানি আবেদন (সিএএ) নং: ১৩০/কেবি/২০২৩

বিষয়:
১. অম্বর ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড
২. জেমস মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড
সকলের রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ৩০১, ৪র্থ তল, ১ জি সি এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৩।
৩. মহাধন ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ৫২১, মার্শাল হাউস, ৩৩/১, এন এস রোড, কলকাতা ৭০০০০১।
৪. কুইক ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড
৫. সুস্বাগতম ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড
৬. ভেদাংশি ব্রোকিং অ্যান্ড কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড
সকলের রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ৬, ৫ম তল, ৭ জি সি এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৩।
৭. একতা ট্রেডফিন প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ৭/১, বাবুলাল লেন, কলকাতা ৭০০০০৭।
... আবেদনকারী

পিটিশনের নোটিস
একতা ট্রেডফিন প্রাইভেট লিমিটেড, (ট্রান্সফারি কোম্পানি) (প্যান AAACE5683N)-এর সঙ্গে অম্বর ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AAICA4615Q), জেমস মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AADCG7826J), মহাধন ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AAGCM5212M), কুইক ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AABCJ7720Q), সুস্বাগতম ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AATCS8798R), ভেদাংশি ব্রোকিং অ্যান্ড কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AAECV6326P)-এর সংযুক্তিকরণের জন্য উপরিলিখিত আবেদনকারীদের তরফে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ২৩২ ধারাধীনে এন গুরুমূর্তি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পার্টনার, মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং এন ৫০৩, কলকাতা ৭০০০০১ দ্বারা একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছে। উক্ত পিটিশনটি ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশ মাফিক ১৬ অক্টোবর, ২০২৩-এ চূড়ান্ত শুনানি ও নিষ্পত্তি হবে বলে স্থির হয়েছে।
উক্ত পিটিশনে কোনও ব্যক্তি সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা বিবৃত করে নোটিস এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর কাছে এমনভাবে পাঠাবেন যাতে সেটি এই শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দু'দিন আগে এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধির কাছে জমা পড়ে। কোনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে চাইলে নিজস্ব এফিডেভিট সহ বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে ওই নোটিসের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেবেন। প্রযোজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে ওই পিটিশনের কপি সংগ্রহ করতে পারেন।
তারিখ: ১৯.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা
স্বাঃ- এন গুরুমূর্তি, পার্টনার, মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং এন ৫০৩, কলকাতা ৭০০০০১।

কেনরা বৈঁক Canara Bank সিন্ডিকেট Syndicate
দাবি বিজ্ঞপ্তি ১৩(২) ধারাধীনে
দমদম II ব্রাঞ্চ
নং ১৭, তরুণ সেনগুপ্ত সরণি, এয়ারপোর্ট, ইটলগাছা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০২৮
রেফারেন্স নং: SARFAESI/13(2)/19775/SINHA ENTERPRISES তারিখ: ১৬.০৯.২০২৩
প্রতি:
১. মেসার্স সিনহা এন্টারপ্রাইজেস, প্রোপ্রাইটর: কিরণ সিং সিনহা, ৩০, মতিলাল নেহরু মার্কেট, ২ নং এয়ারপোর্ট গেট, দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৮১
২. কিরণ সিং সিনহা (ঋণগ্রহীতা), স্বামী- রাকেশ প্রসাদ সিনহা, মানিকপুর, ঠাকুরপাড়া, দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৭৯
মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত)-এর অধীনে **কানাড়া ব্যাঙ্ক, দমদম II ব্রাঞ্চ** (এখানে এর পরে **'সুরক্ষিত ঋণদাতা'** হিসেবে উল্লিখিত)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্দ্বারা আপনাদের প্রতি নিম্নবর্ণিতমতো এই বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন:
মেসার্স সিনহা এন্টারপ্রাইজেস, প্রোপ্রাইটর: কিরণ সিং সিনহা (এখানে এর পরে **'ঋণগ্রহীতা'** হিসেবে উল্লিখিত) এখানে নীচের তফসিল 'ক'-তে বর্ণিত ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুকূলে জামিনচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। উক্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সময় উপরোক্ত চুক্তির শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে উক্ত ঋণের অর্থাঙ্ক(সমূহ) পরিশোধে আপনাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন।

তফসিল 'ক'

ঋণের প্রকৃতি/সীমা (লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর)	ঋণের অর্থাঙ্ক (₹)	১০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী সুদ সমেত দায়	সুদের হার
ওসিসি (৯৭৭৫১৪০০০০১৬৪৬)	₹১৭,৫০,০০০.০০	₹১৭,৬৭,৬৩৯.৭৩ + ১১.০৯.২০২৩ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ ও অন্যান্য চার্জ	বর্তমান সুদের হার + ২% হারে পেনাল সুদ

আমাদের অনুকূলে স্বাক্ষরিত বিবিধ নথির মাধ্যমে এখানে নীচের তফসিল 'খ'-তে বিশদে ও নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত সম্পত্তির বন্ধকি দ্বারা উপরিলিখিত ঋণ/ধারের সুবিধা যথাযথরূপে সুরক্ষিত ছিল। আপনি/আপনারা নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে আপনাদের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় **১৫.০৯.২০২৩** তারিখে এই ব্যাঙ্ক উক্ত ঋণটি **অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ)** হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। সেই কারণে, এতদ্দ্বারা আমরা ১৩(২) ধারাধীন এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাদের দায় বাবদ **১০.০৯.২০২৩** তারিখের ভিত্তিতে **₹১৭,৬৭,৬৩৯.৭৩** (সতেরো লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছশো উনচল্লিশ টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের আহ্বান জানাচ্ছি, যেমনটা করতে আপনি/আপনারা ব্যর্থ হলে আলোচ্য অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে আমরা সকল বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হব।
পাশাপাশি, আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া এখানে নীচের তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না-করার জন্য আপনাকে/ আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।
আলোচ্য অ্যাক্ট এবং/বা বিদ্যমান অন্য যে কোনও আইনের অধীনে আমাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হচ্ছে।
সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
ব্রাঞ্চে উপলব্ধ তথ্য অনুসারে আপনার/আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাতেও এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সহ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত হচ্ছে।

তফসিল 'খ'
সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ তথ্য: কিরণ সিং সিনহা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।
উপরিস্থিত দোতলা আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৫ ছটাক ৩৪ বর্গফুট মাপের বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সুলতানপুর, জে এল নং ১০, রে সা নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, কালেক্টর- উত্তর ২৪ পরগনা, আর এস দাগ নং ২২৪৫, আর এস খতিয়ান নং ৭৬৪, ওয়ার্ড নং ২, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৪ (হাল), ঠাকুরপাড়া রোড, থানা- দমদম, দমদম পুরসভার এলাকাধীন, এডিএসআরও- কাশীপুর দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা। এই সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর- সনাতন দাস ও অন্যদের জমি; দক্ষিণ- ৪ ফুট ০ ইঞ্চি চওড়া কমন প্যাসেজ; পূর্ব- ৬ ফুট ০ ইঞ্চি চওড়া কমন প্যাসেজ; পশ্চিম- ২২৪৫ নং দাগের জমি।
তারিখ: ১৬.০৯.২০২৩/ স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত আধিকারিক/ কানাড়া ব্যাঙ্ক

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট-৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, পঞ্চম তল, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
পরিশিষ্ট IV-A
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এর রুল ৮(৬) এর সংস্থান সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ) বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ ১. মেগা প্লাই সেন্টার, ইহার স্বত্বাধিকারীর মাধ্যমে, দেবব্রত ভোয়াল (ঋণগ্রহীতা) ২. দেবব্রত ভোয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৩. রীতা ভোয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা)**
এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেডের পাওনা বাবদ ২৬.০৮.২০২১ অনুসারে **₹১,১০,১৬,৪৩৬/- (এক কোটি দশ লক্ষ ষোল হাজার চারশো ছত্রিশ টাকা মাত্র)** (টিডিএস হিসাব এবং পূর্বে প্রদত্ত চার্জসমূহ, যথা প্রযোজ্য বাদে এই অর্থাঙ্ক) এবং প্রদানের তারিখ পর্যন্ত পুনরায় সুদ এবং অন্যান্য খরচসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে **২৭ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে।
সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হল **''সম্পত্তি ১'' এর জন্য ₹৪৪,৭৬,৫০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)** এবং **বায়না অর্থাঙ্ক হল ₹৪,৪৭,৬৫০/- (চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র)**। সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হল **''সম্পত্তি ২'' এর জন্য ₹৬৫,১২,৮৬৩/- (পঁয়ষট্টি লক্ষ বারো হাজার আটশো তেষট্টি টাকা মাত্র)** এবং **বায়না অর্থাঙ্ক হল ₹৬,৫১,২৮৬.৩০/- (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার দুশো ছিয়াশি টাকা এবং তিরিশ পয়সা মাত্র)।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি ১:
দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, নাম ''এ'' এবং ''বি'' ০৫.১০.২০১৩ তারিখে রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির মঞ্জুরিকৃত প্ল্যান নং ৫১৭ অনুসারে যেটি সংযুক্ত এবং একক ফ্ল্যাট নং ''এবি'' হিসাবে প্যাকেজড/পুনর্নামিত। একতলায়, মাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি ১২৭৯ বর্গফুট, যাতে তিনটি বেডরুম, একটি ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, একটি খোলা কিচেন, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি আছে সহ জমির অবিভাজ্য সম পরিমাণ অংশ সহ প্রেমিসেস/জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের কমন এরিয়ার সমান অধিকার, বাস্তু জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমির মাপ কম বেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ১ বর্গফুট, পুরাতন প্লট নং-৯২, আর এস প্লট নং-১১২, এল আর প্লট নং ২৬৬৬, অধীনস্থ পুরাতন খতিয়ান নং-৫৬, আর এস খতিয়ান নং-৫৭, এল আর খতিয়ান নং-২৫৪০, জে এল নং-১৬, মৌজা-জ্যাংড়া, থানা-রাজারহাট, বর্তমানে বাগুইআটি, এডিএসআরও-অফিস বিধাননগর, সল্টলেক, বর্তমানে এডিএসআরও রাজারহাট, নিউটাউন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন, প্রেমিসেস নং বি-৫, রাজারহাট রোড বর্তমানে বি-৩/২, রবীন্দ্রপল্লী, জ্যাংড়া, কলকাতা-৭০০০৫৯, হোল্ডিং নং-এএস/৫৯/এন/বি১-এফ, তারপর আরজিএম ২৫/৫৯/এন/বি১-এফ, তারপর আরজিএম ২৫/৫৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এখন বিধাননগর পুরনিগমের অধীন, যার উপর অনামিকা অ্যাপার্টমেন্ট নামের বহুতল নির্মিত, সহ জমির অবিভাজ্য, সম পরিমাণ অংশ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে-বিল্ডিংয়ের ৩ ফুট চওড়া খালি জমি, দক্ষিণে-১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে-বিল্ডিংয়ের ৩ ফুট চওড়া খালি জমি, পশ্চিমে-বিল্ডিংয়ের ৩ ফুট চওড়া খালি জমি।
সম্পত্তি ২:
১ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ৩৭ বর্গফুট জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ সহ তার উপর কাঠামো, সি এস দাগ নং ১১৯৪ এর অংশে নির্মিত, আর এস দাগ নং ১২২৬, সি এস খতিয়ান নং ১৮৯, আর এস খতিয়ান নং-৩৩১, জে এল নং-১৬, রে সা নং-১১৪, তৌজি নং-৩০২৭, মৌজা-জ্যাংড়া, থানা রাজারহাট (এখন বাগুইআটি), জ্যাংড়া, রাজারহাট রোড, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৮, এডিএসআর বিধাননগরের অধীন, সল্টলেক সিটি।
সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে-৭ ফুট কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে-বিমল কর্মকারের জমি এবং বাড়ি, পূর্বে-রঞ্জিত কুমার বোসের সম্পত্তি, পশ্চিমে-রবীন দাস মহাশয়ের সম্পত্তি।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https://mortgagefinance.adityabirlacapital.com/Pages/Individual/Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx বা https://sarfaesi.auctiontiger.net-তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।
তারিখ: ২০.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
স্বা/- আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
যোগাযোগ নং : ৭৫৯৬৯৪৬৪৬৭